Mill-এর পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব (Vindication of Mill's Methods)

Mill-এর পদ্ধতি, Copi-র মতে, কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করতে না পারলেও, এই পদ্ধতিগুলির যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত, অপসারণের পদ্ধতি হিসাবে মিলের পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ বা কার্য নির্ণয় করতে গেলে যা কারণ নয় (বা কার্য নয়) তা আগে অপসারণ দরকার। Mill-এর পদ্ধতি সেই অ-কারণকে বর্জন করতে সাহায্য করে। আর এই জন্যই প্রত্যেকটি পদ্ধতি কোনো না কোনো অপসারণের সূত্রের ওপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত, আরোহী পদ্ধতিগুলির সবচেয়ে বড় উপযোগিতা হল **এই পদ্ধতি প্রকল্প গঠন করতে এবং তা যাচাই করতে সাহায্য করে।** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রকল্প একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটা আগাম অনুমান বা প্রাক্ কল্পনাকেই বলা হয় প্রকল্প। এই প্রকল্পের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব যাচাই করা যায় Mill-এর পদ্ধতির দ্বারা। মনে রাখতে হবে, প্রকল্পটি সত্য বা মিথ্যা তা বিচার করা যায় এই পদ্ধতি দ্বারা। কিন্তু এই যাচাইকরণ পদ্ধতি নিজে কিন্তু কখনও আবিষ্কার বা প্রমাণের পদ্ধতি নয়।

গরুর Anthrax রোগের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন লুই পাস্তুর। এই আবিষ্কারের পূর্বে তিনি যখন প্রকল্প গঠন করেছিলেন, সেই সময় গোচিকিৎসকরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। পাস্তুর তার প্রকল্পের সত্যতা যাচাই-এর জন্য কিছু গরুকে Anthrax-এর প্রতিষেধক টিকা দিলেন এবং কিছু গরুকে সে টিকা দিলেন না। দেখা গেল, টিকা দেওয়া গোরুগুলি বেঁচে রইল আর টিকা না দেওয়া গরুগুলি Anthrax রোগে মারা গেল।

এইভাবে অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে পাস্তুরের প্রকল্পের সত্যতা প্রমাণিত হল। অতএব প্রকল্পের সহায়ক হিসাবে Mill-এর পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।